COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

কাব্যশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

বৈদিক যুগে কিংবা তৎপরবর্তী উপনিষদাদির রচনাকালেও কাব্যশাস্ত্র তথা অলংকারশাস্ত্রের পৃথক কোন গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়নি। তবে সেকালে অলংকারের প্রয়োগ যে প্রচুর হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কাব্যশাস্ত্রের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে। এখন ও পর্যন্ত আমাদের হাতে যে সমস্ত কাব্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে ,তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। অনেক গ্রন্থ শুধু নামমাত্র প্রচলিত, যেগুলি এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। আর এমন অলংকার গ্রন্থ রয়েছে যেগুলি প্রকাশন হয়নি কিংবা প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ। কাব্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় অনুসারে কাব্য দুই প্রকার –দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্য। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসারে এই দুটির মধ্যে দৃশ্যকাব্যের সমীক্ষা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম হয়েছিল। কেননা পাণিনির পূর্বে এ জাতীয় গ্রন্থের আলোচনা তথা রচনা হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যই পাণিনি তার গ্রন্থে নটসূত্রের আলোচনা করেছেন। আর শ্রব্যকাব্যের পূর্ণ আলোচনা ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে পেয়ে থাকি।ভামহের পূর্ববর্তী আচার্য কাশ্যপ,ব্রহ্মদত্ত ,নন্দিস্বামী প্রভৃতি আলংকারিকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের গ্রন্থ আজও উপলব্ধ হয়নি। উপলব্ধ আলংকারিকদের পরিচয় তথা ক্রমবিকাশ নিম্নে আলোচনা করা হল।

ভরত– ভরত কাব্যশাস্ত্রের সর্বপ্রথম আচার্য। সংস্কৃত সাহিত্যে দুইজন ভরতের নাম পাওয়া যায় ।একজন নাট্যশাস্ত্র নামক গ্রন্থের রচয়িতা,অন্যজন হলেন বৃদ্ধভরত। বৃদ্ধভরতের গ্রন্থ নাট্যবেদ সম্ভবত বারো হাজার শ্লোক সমন্বিত গ্রন্থ ,যা আজ আর পাওয়া যায় না।ভরতের নাট্যশাস্ত্র হল প্রাচীনতম অলংকার গ্রন্থ ।মতান্তর থাকলেও এর আবির্ভাব মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক। নাট্যশাস্ত্র মূলত দৃশ্য কাব্যের আলোচনাতেই পূর্ণ। তথাপি শ্রব্যকাব্যের অনেক তত্ত্ব তিনি প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনা করেছেন। সুতরাং শ্রব্যকাব্যের উপযোগী অনেক বিচার আনুষঙ্গিক ভাবেই নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গুণের বিচার আছে, অলংকারের বিচার আছে, বৃত্তির বিচার আছে, রসের বিচার আছে, দোষের বিচার আছে।ভরত দশটি কাব্যগুণ স্বীকার করেছেন–

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধিমাধুর্য্যমোজঃ পদসৌকুমার্য্যম্।

অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ কাব্যস্য গুণা দশৈতে"।।(১৮/২-৩)

পরবর্তী আলংকারিক আচার্য দণ্ডী ভরতকেই অনুসরণ করে দশটি কাব্যগুণ স্বীকার করেছেন।ভরত মাত্র চারটি অলংকার স্বীকার করেছেন–

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

"উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।

কাব্যস্যৈতে হ্যলংকারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"।।(১৬/৪০)

অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যানুসারে উপমা,দীপক এবং রূপক অলংকারের দ্বারা ঔপম্যগর্ভ আর সকল অর্থালংকারের সৃষ্টি পরবর্তীকালে হয়েছে। আর যমকের দ্বারা শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

ভরতের মতে গুণ ,অলংকার, রীতি প্রভৃতি সবই কাব্যের বাহ্যিক উপাদান। তিনি মনে করেন রসই কাব্যের উৎসস্বরূপ।তাই ভরতাচার্য্য বারংবার বলেছেন-'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে'(১/২৭৩)। অতএব রস ব্যতিরেকে কোন অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হতে পারে না ।এই রস কি? এর উৎপত্তিই বা হয় কিরূপে? এর উত্তরে ভরতাচার্য্য বলেছেন-'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'(১/২৭৪)। অর্থাৎ বিভাগ ,অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস উৎপন্ন হয়। বিভাব হল আমাদের চিত্তবৃত্তির কারণ। এর আবার দুটি ভেদ।এক আলম্বন বিভাব অর্থাৎ যাকে আশ্রয় করে আমাদের চিত্তে কোনও ভাবের উদ্রেক হয়। অন্যটি হল উদ্দীপন বিভাব। এটি সেই উদ্রিক্ত চিত্তবৃত্তির পরিপোষনে সহায়তা করে। অনুভাব হচ্ছে সেই চিত্তবৃত্তির জন্য বাহ্য শারীরবিক্রিয়া সমূহ। আর ব্যভিচারী ভাব হচ্ছে আমাদের চিত্তের অস্থায়ী ভাবসমূহ। এই স্থলে লক্ষণীয় যে ভরত মানবের চিত্তবৃত্তিসমূহকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন-একটি স্থায়ীভাব এবং অন্যটি ব্যভিচারীভাব।স্থায়ীভাবসমূহই কেবল বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সহিত সংযোগবশতঃ কাব্যরস তথা নাট্যরসরূপে পরিণত হয়। ভরতের মতে এই স্থায়ীভাব মাত্র আটটি এবং তদনুযায়ী রসও আটপ্রকার। যথা-

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকঃ।

বীভৎসাদ্ভূতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোত্সাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"।।(৬/১৭-১৮)

যদিও কেউ কেউ এই আটটি রস ছাড়াও শান্তরসকে একটি পৃথক রস বলে স্বীকার করেছেন। শান্ত রসের স্থায়ীভাব হল শম বা নির্বেদ। ভরতের এই রসসূত্রকে অবলম্বন করে চারটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি হল-

(১) ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ।

(২)ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ।

(৩)ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং

(৪)ভট্টাভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

পরিশেষে বলা যায় ভারতের সমস্ত শাস্ত্রই যেমন বেদকে মূলরূপে গ্রহণ করেছে, তেমনি ভারতের সমস্ত আলংকারিক সম্প্রদায় নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনিকেই আকরপুরুষরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন–

"যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাত্ পুষ্পং ফলং যথা।

তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ"।(৬/৩৮)

আমরাও বলতে পারি ভরত নাট্যসাহিত্যে যে বীজ বপন করে দিয়েছিল ,তা কালক্রমে গুণ–অলংকার–রীতি–বক্রোক্তি–ধ্বনি সমন্বিত হয়ে কাব্যতত্ত্ব মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে।

মেধাবী– অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে ভরতমুনির পরই ভামহের নাম আসে। এই দুই আচার্যের ব্যবধান প্রায় ছয়'শ কিংবা সাত শ' বছর। এই সময়কালের মধ্যবর্তীতে যে ,কোন কাব্যশাস্ত্র রচিত হয়নি একথা বলা অসম্ভব। কারণ এর মাঝে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে সেগুলি আজ আর উপলব্ধ হয়নি। তবে যে নামগুলি পাওয়া গেছে তার মধ্যে একজন আলংকারিক হলেন মেধাবী বা মেধাবীরুদ্র। ইনি অলংকারশাস্ত্রের প্রমূখ আচার্য ছিলেন। মেধাবীর নাম আমরা ভামহ,রুদ্রটের ব্যাখ্যাকার নমিসাধু এবং রাজশেখরের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি।

আলংকারিক মেধাবীরুদ্রের যে মুখ্য সিদ্ধান্ত তার উত্তরকালীন অলঙ্কারশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে সেটি হলো উপমা–দোষ। উপমা–দোষ বিবেচনই তার মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল।ইনি হীনতা ,অসম্ভব, লিঙ্গভেদ, বচনভেদ, বিপর্যয়, উপমানাধিক্য এবং উপমানসাদৃশ্য এই সাত প্রকার উপমা–দোষ বিশেষরূপে নিরূপণ করেছেন। এগুলির চর্চা ভামহ, নমিসাধু এবং বামন স্ব–গ্রন্থে করেছেন।ভামহ এ সম্পর্কে বলেছেন–

"হীনতা অসম্ভবো লিঙ্গবচোভেদৌ বিপর্যয়ঃ।

উপমানাধিকত্বং চ তেনাসদৃশতাপি চ।।

ত এব উপমাদোষাঃ সপ্ত মেধাবিনোদিতাঃ।

সোদাহরণলক্ষণো বর্ণ্যন্তে অত্র তে চ পৃথক্"(২/৩৯–৪০)।।

দোষ ছাড়াও অলংকার বিবেচনও যে তিনি করেছিলেন, তা ভামহ এবং দন্ডীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ভামহ প্রভৃতি উত্তরবর্ত্তী আলংকারিক যথাসংখ্যক এবং উৎপ্রেক্ষাকে পৃথক অলংকার বলে স্বীকার

করেন, কিন্তু মেধাবী উৎপ্রেক্ষাকে পৃথক্ অলংকার না বলে 'সখ্যান' নামে অভিহিত করেছেন।তাই ভামহ তার কাব্যালংকারগ্রন্থে বলেছেন–

"যথাসংখ্যমথোত্প্রেক্ষামলংকারদ্বয়ং বিদুঃ।

সংখ্যানমিতি মেধাবিনোত্প্রেক্ষাভিহিতা ক্বচিৎ"(২/৪৪)।।

মেধাবীরুদ্রটের তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল শব্দের চতুর্বিধ বিভাগ। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে শব্দকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে ,যথা নাম ,আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এবং কর্মপ্রবচনীয়। কিন্তু মেধাবী কর্মপ্রবচনীয়কে বাদ দিয়ে কেবল বাকি চার প্রকার ভেদই স্বীকার করেছেন। এরই আলোচনা করতে গিয়ে রুদ্রটের কাব্যালংকার টীকায় নমিসাধু বলেছেন–'এব এব চত্বারঃ শব্দর্বিধা ইতি যেষাং সম্যক্ মতং তত্র তেষু নামাদিষু মধ্যে মেধাবীরুদ্রপ্রভৃতিভিঃ কর্মপ্রবচনীয়া নোক্তা ভবেয়ুঃ'।

এইভাবে দেখা যায় যে মেধাবীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পরবর্তী আলংকারিকদের গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। অতএব ইনি নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ অলংকারগ্রন্থ রচনা করেছিলেন ,যা দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও উপলব্ধ হয় না। রাজশেখরের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাই রাজশেখর বলেছেন– 'প্রত্যক্ষপ্রতিভাবতঃ পুনপশ্যতো অপি প্রত্যক্ষ ইব।যতো মেধাবিরুদ্রকুমারদাসাদয়ো জাত্যন্ধাঃ কবয়ঃ শ্রুয়ন্তে'। রাজশেখরের এই উক্তি থেকে জানা যায় মেধাবিরুদ্র প্রতিভাবান উচ্চ কোটিক যুক্ত কবি ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এর কোন কাব্যগ্রন্থ কিংবা অলঙ্কারশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।।

Ref.

(১)ধ্বন্যালোক।

(২)প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা।

(৩)কাব্যশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দো কি নিরুক্তি।